দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

তারিখ 25 MAY 1988
পৃষ্ঠা... কলাম...3...

022

25 MAY 1988

# শিক্ষাঙ্গন

## প্রসঙ্গ ঃ বিবিএ কোর্স

দেশের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সংকোচনের একটা নীরব প্রতিযোগিতা চলছে বলে মনে হয়। সকল ছাত্র সমাজ এই ঘৃণিত চক্রান্তে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। এমনিতে শিক্ষিতের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে নগণ্য। তদুপরি যে সকল সৌভাগ্যবান এখনও শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে তাদেরকেও একটা অবস্থানে এসে থমকে দাঁড়াতে হয়। উচ্চ শিক্ষার শিক্ষায়তনের স্বল্পতা সকলকে মুষ্টিমেয় বিশ্ববিদ্যালয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে বাধ্য করে। সেখানে আসন সংখ্যার বহুগুণ ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। এবং স্বল্প সংখ্যকই ভর্তির জন্য মনোনীত হতে পারে। বাকী বিরাট অংশকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ভবিষ্যৎ অন্ধকারের হতাশায় নিপতিত হতে হয়।

এই যখন দেশের বাস্তব অবস্থা তখনও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীপনা এবং সিদ্ধান্তহীনতা ছাত্র সমাজকে ব্যথিত করে।

কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে ব্যাচেলর অফ বিজিনেস এডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) কোর্স চালু হবার কথা ছিল। যথারীতি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উৎসুক ছাত্র-ছাত্রী এই মহতী সিদ্ধান্তের কথা অবগত হয়ে বহু আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে পড়ার ঐকান্তিক ইচ্ছায় ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করেছিল। মাত্র ১২০টি আসনের জন্য ৫০ টাকা হারে প্রায় ৫০০০ ফরম বিক্রি ও জমা নেওয়ার পর হঠাৎ ভর্তি পরীক্ষার দিন কয়েক আগে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিলেন ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত।

এই অসময়োচিত, অনাকাঙ্ক্ষিত ঘোষণায় ছাত্র ও অভিভাবক মহলের সকলেই হতবাক। কারণ এহেন ঘোষণার সম্ভাবনা কেউ ঘূর্ণাক্ষরেও ভাবেনি। বিচিত্র এমনি একটি বিষয় যা বহু বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বর্তমানে বিদেশে গিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। উপরন্তু এমবিএ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে করার সুযোগ থাকায় এই বিষয়ে অনার্স ব্যতিরেকে সরাসরি মাস্টারস্ করার দরুন সকলকেই হিমশিম খেতে হয়।

আমরা চাই না কোন আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে এ ধরনের প্রচেষ্টা ব্যাহত হোক। সকলেরই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকল বাধা নস্যাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেশের বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরণে এগিয়ে আসবেন বলে মনে করি। উল্লেখ্য, যে চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ কোর্স চালু হয়ে গেছে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সেখানে এই কোর্স চালু করতে সক্ষম হয়েছে বাস্তবোচিত সিদ্ধান্তের ফলে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরাও আশা করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে এই কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে। এই সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ। তারা আশাহত হবে না এই বিশ্বাস পোষণ করি। কারণ আশা ভঙ্গের বেদনার চেয়ে পীড়াদায়ক আর কিছু হতে পারে না।

—রহমান মশিউর